দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন

ভিকারুননিসা ভার্সিটিতে শিক্ষক ও ছাত্রীদের ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রী ও শিক্ষকদের ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। বন্ধ হয়ে গেছে নারীর উচ্চশিক্ষার জন্য গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া। কোন রকম পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ভিকারুননিসা স্কুল এ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ (২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

ভিকারুননিসা

(৮-এর পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য ক্যাম্পাসের সব গেট বন্ধ করে দিয়েছে। লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ১৩৩ মেধাবী ছাত্রীর শিক্ষাজীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ক্যাম্পাসে তাদের ঢুকতে বাধা দেয়া হচ্ছে। মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে না পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের দেয়া হচ্ছে হুমকি। অসহায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেধাবী ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছে। এই আবেদনে বলা হয়েছে, নারী শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানকারী বর্তমান সরকার একটি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং এতগুলো মেধাবী ছাত্রীর শিক্ষাজীবন বিপন্ন হতে দেবে না বলে কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বহাল রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ আইনের আশ্রয় নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রী ও অভিভাবকদের বিভ্রান্ত না হবার আহবান জানিয়েছে।

মূলত দু'টি অভিযোগ তুলে ভিকারুননিসা স্কুল এ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার দাবি জানাচ্ছে। এর একটি হলো স্কুল এ্যান্ড কলেজের দশ বিঘা জমিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। আরেকটি হলো স্কুল এ্যান্ড কলেজের ফান্ড থেকে ছয় কোটি টাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচ করা হয়েছে। ভিকারুননিসা ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ বলেছে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যাবতীয় শর্ত পূরণ করেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভিকারুননিসা স্কুল এ্যান্ড কলেজের জমি কোন ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রি করা হয়নি। ভিকারুননিসা ফাউন্ডেশনের কোন সদস্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি এবং অর্থ ব্যক্তিগতভাবে ভোগদখল করতে পারবে না। আর স্কুল এ্যান্ড কলেজের ফান্ড থেকে ছয় কোটি টাকা নেয়া সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, এই টাকা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শর্ত হিসাবে পাঁচ কোটি টাকার তহবিল গড়তে এবং ফেরত দেয়া সাপেক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে।

ভিকারুননিসা ইউনিভার্সিটি ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডা. এইচবিএম ইকবাল বলেন, ভিকারুননিসা স্কুল এ্যান্ড কলেজের ধারাবাহিকতায় নারী শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে একই ক্যাম্পাসে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। লক্ষ্য ছিল প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে একটি শিশু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বের হবে। এজন্য ক্যাম্পাসের উত্তরদিকে নামমাত্র ভাড়ায় পরিচালিত বাবুর্চিখানা, গাড়ির গ্যারেজ, গরুর গোয়াল ও সন্ত্রাসীদের আড্ডাখানা হিসাবে পড়ে থাকা অব্যবহৃত জমিতে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। ডা. ইকবাল বলেন, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্কুল থেকে জমি নেয়া হয়েছে, সেজন্য ভিকারুননিসার নাম অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে। তা ছাড়া এগারো সদস্যবিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে স্কুল এ্যান্ড কলেজের চার সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভিকারুননিসার মেয়েদের ভর্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার রাখা ছাড়াও শতকরা ২০ ভাগ গরিব ও মেধাবী ছাত্রীকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, মানব কল্যাণ ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সম্পাদিত কোন কাজই অন্যায় হতে পারে না।